দু'টি সন্তানের বেশি নয় একটি হলে ভাল হয়
পরিকল্পিত পরিবার
আধুনিক পরিবার

পরিক্রমা

পরিবার পরিকল্পনা মা ও শিশুস্বাস্থ্য বিষয়ক ত্রৈমাসিক মুখপত্র

পৌষ-ফাল্গুন ● ১৪২১
জানুয়ারি-মার্চ ● ২০১৫

'বাল্যবিয়ে প্রতিরোধের গুরুত্ব ও করণীয়' শীর্ষক কর্মশালায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ নাসিম এমপি প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন

সিরাজগঞ্জে বাল্যবিয়ে প্রতিরোধের গুরুত্ব ও করণীয় শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজ অডিটোরিয়ামে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের উদ্যোগে এবং ইউএনএফপিএ'র আর্থিক সহায়তায় গত ৩ জানুয়ারি ২০১৫ খ্রিঃ তারিখে 'বাল্যবিয়ে প্রতিরোধের গুরুত্ব ও করণীয়' শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ নাসিম এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিরাজগঞ্জ সদর আসনের মাননীয় সাংসদ অধ্যাপক ডাঃ মোঃ হাবিবে মিল্লাত এবং পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ নূর হোসেন তালুকদার। সভাপতিত্ব করেন সিরাজগঞ্জ জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ বিল্লাল হোসেন।

প্রধান অতিথি জনাব মোহাম্মদ নাসিম এমপি বলেন, 'তথ্য প্রযুক্তি ও শিক্ষা মেয়েদের ক্ষমতায়নের সুযোগ সৃষ্টি করছে। মেয়েরা বিভিন্ন দায়িত্বশীল পদে থেকে দেশের উন্নয়নের চাকাকে সচল রেখেছে; তারপরও কেন বাল্যবিয়ে সমাজ থেকে নির্মূল হবে না? বাল্যবিয়ে নিরোধে সমাজের সচেতন মানুষ, ইমাম, শিক্ষক সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে, বিশেষ ভূমিকা রাখতে হবে। আইনের সঠিক বাস্তবায়নে মনোযোগী হতে হবে।'

মাননীয় সংসদ সদস্য অধ্যাপক ডাঃ মোঃ হাবিবে মিল্লাত বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখছেন

অধ্যাপক ডাঃ মোঃ হাবিবে মিল্লাত বলেন, 'সরকার নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নারী শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, যার ফলে স্নাতক পর্যন্ত নারী শিক্ষাকে অবৈতনিক করা হয়েছে। মেয়েরা কর্মমুখী হলে বাল্যবিয়ে হ্রাস পাবে, নারী নির্যাতন কমবে বহুলাংশে। সংশ্লিষ্ট সকলের দায়িত্বশীল ভূমিকা এক্ষেত্রে একান্ত জরুরি।'

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ নূর হোসেন তালুকদার বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখছেন

মোঃ নূর হোসেন তালুকদার তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'প্রতিটি ব্যক্তিই এক একটি প্রতিষ্ঠান। নিজ নিজ ক্ষেত্রে সকলে সচেতন থেকে প্রচলিত আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে দায়িত্ব পালন করলেই এই সামাজিক সমস্যা নিরসন সম্ভব।'

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আইইএম ইউনিটের পরিচালক ড. মোঃ নাসির উদ্দিন বিষয়ভিত্তিক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, বাল্যবিয়ের কারণ, ক্ষতিকর দিক এবং আমাদের করণীয় বিষয়ে বিশদভাবে তুলে ধরতে হবে।

বিশেষজ্ঞ বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. সাইয়েদ আব্দুল্লাহ আল-মারূফ। তিনি ইসলামের আলোকে পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্ব এবং বাল্যবিয়ের গুরুতর সমস্যাগুলোর উপর আলোকপাত করেন।

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দের একাংশ

অংশগ্রহণকারীবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিরাজগঞ্জ জেলার সকল উপজেলার চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, মেডিকেল অফিসার (মা ও শিশুস্বাস্থ্য), সকল পৌরসভার মেয়র, সকল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং

ম্যারেজ রেজিস্ট্রারগণ। আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন উপপরিচালক (ইসলামিক ফাউন্ডেশন), জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, জেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, জেলা নিবন্ধক এবং সিরাজগঞ্জ জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিগণ ।

অনুষ্ঠানে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করেন আইইএম ইউনিটের উপপরিচালক (পিএম) জাকিয়া আখ্‌তার এবং পপুলেশন কমিউনিকেশন অফিসার খোন্দকার মাহবুবুর রহমান। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন আইইএম ইউনিটের তথ্য কর্মকর্তা ইসরাত জাবীন।

মতবিনিময় সভায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব সৈয়দ মন্‌জুরুল ইসলামসহ অতিথিবৃন্দ

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরে সচিব মহোদয়ের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আইইএম ইউনিটের সম্মেলন কক্ষে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ সকাল সাড়ে ১০টায় এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব সৈয়দ মন্‌জুরুল ইসলাম।

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মো: নূর হোসেন তালুকদার এতে সভাপতিত্ব করেন।

মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রশাসন ইউনিটের পরিচালক জনাব মো: জামাল হোসাইন, পরিকল্পনা ইউনিটের পরিচালক ডা: মোহাম্মদ ফজলুল হক, অর্থ ইউনিটের পরিচালক জনাব মো: কফিল উদ্দিন, নিরীক্ষা ইউনিটের পরিচালক জনাব জালাল উদ্দিন আহমদ হোসাইন, সিসিএসডিপি ইউনিটের পরিচালক ডা: মো: মঈনুদ্দীন আহমেদ, উপকরণ ও সরবরাহ ইউনিটের পরিচালক জনাব মো: আব্দুস সালাম সরকার, মোহাম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টারের পরিচালক ডা: মো: মাহফুজার রহমান, আজিমপুর এমসিএইচটিআইয়ের তত্ত্বাবধায়ক ডা: ইসরাত জাহান এবং পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের বিভিন্ন ইউনিটের প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

জনাব সৈয়দ মন্‌জুরুল ইসলাম বিভিন্ন ইউনিটের কার্যক্রম নিয়ে তাঁর সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দেন। সেই সাথে তিনি সকল কর্মকর্তাগণকে আরো দায়িত্বশীল ও মনোযোগ সহকারে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করার নির্দেশ দেন।

তিনি আরো বলেন, আমাদের দেশ এগিয়ে যাচ্ছে, মাথাপিছু আয় বেড়েছে, নারী শিক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রযুক্তিগত উন্নতিতে বিপ্লব সাধিত হয়েছে। এ জন্য আমাদের আত্মতুষ্টিতে না ভুগে জনসংখ্যার সূচকগুলোকে আরো উপরের দিকে নিয়ে যেতে হবে। বর্তমান সরকার আমাদের পেছনে যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করে সেই অর্থের একটি টাকাও যেন অপচয় না হয় সে রকম দেশপ্রেম আমাদের মধ্যে জাগ্রত করতে হবে। এখন বসে থাকার সময় নেই। আজ থেকে, এখন থেকে আমাদের সবাইকে একযোগে কাজ করে দেশটাকে আরো এগিয়ে নিতে হবে।

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মো: নূর হোসেন তালুকদার বলেন, আত্মশুদ্ধি করে আমাদের সকলকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। মনিটরিংয়ের পরিমাণ আরো বৃদ্ধি করতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। কারণ মনিটরিং ও জবাবদিহিতা যত বাড়বে কাজের মান তত বৃদ্ধি পাবে। আমাদের মধ্যে সীমাবদ্ধতা আছে। এর জন্য বসে থাকলে চলবে না। এই সীমাবদ্ধতার মধ্যে কাজ করতে হবে। পরিশেষে তিনি সচিব মহোদয়সহ সকলকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর মূল্যবান বক্তব্য শেষ করেন।

উপকরণ ও সরবরাহ ইউনিটের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মো: নূর হোসেন তালুকদারসহ অতিথিবৃন্দ

উপকরণ ও সরবরাহ ইউনিটের উদ্যোগে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের উপকরণ ও সরবরাহ ইউনিটের উদ্যোগে গত ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ খ্রি: তারিখে ঢাকায় স্পেক্ট্রা কনভেনশন সেন্টারে "Upazila Inventory Management System (UMIS) Troublrshooting Roles & Responsibilities" শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সরবরাহ ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রায় ৯০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী এতে অংশগ্রহণ করেন। পরিচালক (উপকরণ ও সরবরাহ) জনাব মো: আব্দুস সালাম সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মো: নূর হোসেন তালুকদার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

মহাপরিচালক মহোদয় তাঁর বক্তব্যে বলেন, যে বিষয়গুলোকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখানো হয়েছে তা মোটেই চ্যালেঞ্জ নয়, বরং সকলের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করলে এসকল চ্যালেঞ্জে জয়ী হওয়া সম্ভব।

এছাড়া অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (অর্থ) জনাব মো: কফিল উদ্দিন, পরিচালক (এমআইএস) জনাব মো: জহির উদ্দিন বাবর, পরিচালক (পরিকল্পনা) ডা: মোহাম্মদ ফজলুল হক, পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, ঢাকা বিভাগ জনাব মো: দেলোয়ার হোসেন প্রমুখ। কর্মশালাটিতে কারিগরি সহায়তা প্রদান করে ইউএসএআইডির অর্থায়নে পরিচালিত MSH/SIAPS প্রোগ্রাম। অতিরিক্ত পরিচালক (ড্রাগস এন্ড স্টোর্স), পরিবার পরিকল্পনা, জনাব মো: হানিফুর রহমানের স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে কর্মশালাটি শুরু হয়। এরপর পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সরবরাহ ব্যবস্থাপনার উপর একটি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপিত হয়। পরে সকল অংশগ্রহণকারীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে একটি উন্মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

টাঙ্গাইলে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মো: নূর হোসেন তালুকদার

টাঙ্গাইলে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

টাঙ্গাইলে গত ৬ মার্চ ২০১৫ সদর উপজেলার পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের উদ্যোগে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মো: নূর হোসেন তালুকদার। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, টাঙ্গাইল জনাব মো: লুৎফুল কিবরিয়া। সভাপতিত্ব করেন জনাব মো: খোরশেদ আলম অ্যাডভোকেট, উপজেলা চেয়ারম্যান টাঙ্গাইল সদর। টাঙ্গাইল সদর উপজেলার সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সকল উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, মেডিকেল অফিসার (এমসিএইচ এফপি) ও এনজিও প্রতিনিধি মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন।

টাঙ্গাইলে পরিবার পরিকল্পনা পাঠাগার উদ্বোধন করেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মো: নূর হোসেন তালুকদার।

টাঙ্গাইল সদরে পাঠাগার উদ্বোধন

টাঙ্গাইল সদরে গত ৬ মার্চ ২০১৫ খ্রি: উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা পাঠাগার উদ্বোধন করেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মো: নূর হোসেন তালুকদার। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সদর উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব খোরশেদ আলম অ্যাডভোকেট, বিশিষ্ট কবি জনাব মাহমুদ কামাল, সহসভাপতি পাবলিক লাইব্রেরি জনাব মো: নাজিম উদ্দিনসহ টাঙ্গাইল জেলার বিভিন্ন উপজেলার কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

কিশোরগঞ্জে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

কিশোরগঞ্জ জেলায় গত ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে বিকেল ৩টায় সকল উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ও উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীদের সমন্বয়ে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মো: নূর হোসেন তালুকদার। এ সময় প্রধান অতিথি পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম জোরদারকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য উপস্থিত সকলকে দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করেন এবং উপস্থিত সবাই মহোদয়ের নির্দেশনা ও পরামর্শ মোতাবেক কাজ করবেন বলেও অঙ্গীকার করেন।

পরিদর্শন

মহাপরিচালক মহোদয় গত ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখ সকাল ১০টায় কিশোরগঞ্জ জেলাধীন করিমগঞ্জ উপজেলার জাফরাবাদ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের ১/খ ইউনিটের দক্ষিণ জাফরাবাদ গ্রামের নিবাসী ২৬৩ নং দম্পতি সেতু, স্বামী শাহীনের উপাত্ত যাচাই করে সঠিক তথ্য পান। এর পর সে দিন সকাল সাড়ে ১০টায় মহাপরিচালক মহোদয় কিশোরগঞ্জ জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় পরিদর্শন করেন। এসময় তিনি বিভিন্ন রেজিস্টারের তালিকা এবং তথ্য উপাত্ত যাচাই ও মাঠ পর্যায়ে কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন যাচাই করেন। এরপর মহাপরিচালক মহোদয় বিকেলে কিশোরগঞ্জ জেলাধীন সদর উপজেলার দুইটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে আরবান হেলথ কেয়ার প্রকল্প ও পিএসটিসি ক্লিনিক পরিদর্শন করেন।

ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট উপজেলায় মতবিনিময় সভায় পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মো: নূর হোসেন তালুকদারসহ অতিথিবৃন্দ

হালুয়াঘাটে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে গত ১৩ মার্চ ২০১৫ খ্রি: বিকেল ৩টায় এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মো: নূর হোসেন তালুকদার।

মতবিনিময় সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন ডা: বিরাগ আনন্দ নাথ, উপপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, ময়মনসিংহ; ডা: মুজিবুল হক, উপপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, শেরপুর; ডা: মো: আবদুর রউফ, এমও (সিসি) ময়মনসিংহ; হালুয়াঘাট উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব ফারুক আহাম্মেদ খান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মোহাম্মদ আবদুল আওয়াল, প্রফেসর জনাব মো: আব্দুল মান্নান, অধ্যক্ষ জনাব মো: খোরশীদ আলম ভূঁইয়া, সহকারী অধ্যাপক মো: এমদাদুল ইসলাম, হালুয়াঘাট কৃষি ব্যাংকের এজিএম মো: দেলোয়ার হোসাইন, পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, ময়মনসিংহ সদর, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, হালুয়াঘাট থানা প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ ও উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ।

মহাপরিচালক মহোদয় পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কার্যক্রম কিভাবে আরো বেগবান করা যায় ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের অগ্রগতি বৃদ্ধি করা যায় এ সম্পর্কে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন।

পরিবার পরিকল্পনা-বিসিসি ক্যাম্পেইন শেয়ারিং কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মো: নূর হোসেন তালুকদার

পরিবার পরিকল্পনা-বিসিসি ক্যাম্পেইন শেয়ারিং কর্মশালা অনুষ্ঠিত

রাজধানীর স্পেক্ট্রা কনভেনশন সেন্টারে গত ২৭ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে পরিবার পরিকল্পনা-বিসিসি ক্যাম্পেইন শেয়ারিং কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মো: নূর হোসেন তালুকদার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউএসএআইডি বাংলাদেশের জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শিক্ষা কার্যক্রমের সিনিয়র টেকনিক্যাল এন্ড পলিসি অ্যাডভাইজার ড. সুকুমার সরকার।

আরো উপস্থিত ছিলেন বিসিসিপির পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান, জনহপকিন্স সেন্টার ফর কমিউনিকেশন প্রোগ্রামসের কনসালট্যান্ট জনাব গ্যারি সাফিটজ, এইচসিপ্রি প্রোজেক্ট ডাইরেক্টর মিজ খ্রিস্টিন বোস, বিকেএমআই প্রজেক্ট ডাইরেক্টর মিজ রেবেকা আরনল্ড এবং সরকারি, বেসরকারি ও দাতাসংস্থার ৬০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মো: নূর হোসেন তালুকদার পরিবার পরিকল্পনার আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারের হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইনের আয়োজন করার জন্য ইউএসএআইডিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আইইএম ইউনিটের পরিচালক ড. মো: নাসির উদ্দিন এইচপিএন সেক্টরে বিশেষ করে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু কর্মসূচিতে সরকারের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে গৃহীত বিসিসি কার্যক্রম উপস্থাপন করেন।

কর্মশালায় ইউএনএফপিএ এবং মেরি স্টোপসের পক্ষ থেকে বর্তমান বছরে এফপি-বিসিসি ক্যাম্পেইন বিষয়ে তাদের কার্যক্রম উপস্থাপন হয়।

এমসিএইচ সার্ভিসেস ইউনিটের উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের এমসিএইচ সার্ভিসেস ইউনিট ইউএনএফপিএ, বাংলাদেশ-এর সহযোগিতায় ৫টি জেলার (সিরাজগঞ্জ, ঠাকুরগাঁ, পটুয়াখালী, কক্সবাজার ও মৌলভীবাজার) মা ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্র ও একটি করে নির্বাচিত ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রসহ মোট ১০টি সেবাকেন্দ্রে অচিরেই কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা চালু করতে যাচ্ছে। উন্নত ও মানসম্মত সেবাপ্রদানের উদ্দেশ্যে সেবাপ্রদানকারীদের প্রশিক্ষণ ও বিশেষায়িত এ সেবা পরিচালনা করার জন্য এমসিএইচ সার্ভিসেস ইউনিট একটি কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা পরিচালনা সহায়িকা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ উপলক্ষে গঠিত কার্যকরী কমিটি ও পর্যালোচনা কমিটির প্রথম সভা গত ১১ মার্চ ২০১৫ তারিখে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আইইএম ইউনিটের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ডা: মোহাম্মদ শরীফ, পরিচালক (এমসিএইচ সার্ভিসেস) ও লাইন ডাইরেক্টর (এমসিআরএএইচ) এবং প্রধান অতিথির পদ অলংকৃত করেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সম্মানিত মহাপরিচালক জনাব মো: নূর হোসেন তালুকদার।

এমসিএইচ সার্ভিসেস ইউনিটের উদ্যোগে আলোচনা সভায় অতিথিবৃন্দ

সভায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা) ও লাইন ডাইরেক্টর (এমএনসিএএইচ) ডা: মো: কামরুল ইসলাম, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের পরিচালক (পরিকল্পনা) জনাব মোহাম্মদ ফজলুল হক এবং ডা: মো: মঈনউদ্দিন আহমেদ, লাইন ডাইরেক্টর (সিসিএসডিপি) বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সভায় পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, আইপিএইচএন/এনএনএস, ইউএনএফপিএ, ইউনিসেফ, পপুলেশন কাউন্সিল, এনজেন্ডার হেলথ ও প্লান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

জনাব মো: মমতাজ উদ্দিনের হাতে উপহারসামগ্রী তুলে দেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মো: নূর হোসেন তালুকদার

বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত

উপকরণ ও সরবরাহ ইউনিটের প্রাক্তন পরিচালক জনাব মো: মমতাজ উদ্দিন, সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর জনাব মো: নুরের রহমান ও অফিস সহায়ক জনাব মো: আব্দুর রাজ্জাকের বিদায় সংবর্ধনা পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আইইএম ইউনিটের সম্মেলন কক্ষে গত ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মো: নূর হোসেন তালুকদার

আরো উপস্থিত ছিলেন উপকরণ ও সরবরাহ ইউনিটের পরিচালক জনাব মো: আব্দুস সালাম সরকার, আইইএম ইউনিটের পরিচালক ড. মো: নাসির উদ্দিন, এমসিএইচ সার্ভিসেস ইউনিটের পরিচালক ডা: মোহাম্মদ শরীফ, এমআইএস ইউনিটের পরিচালক জনাব মো: জহির উদ্দিন বাবর, নিরীক্ষা ইউনিটের পরিচালক জনাব জালাল উদ্দিন আহমদ হোসাইন, উপকরণ ও সরবরাহ ইউনিটের অতিরিক্ত পরিচালক (ঔষধ ও ভাণ্ডার) জনাব মো: হানিফুর রহমান, উপপরিচালক (বৈদেশিক সংগ্রহ) মিসেস সাবিনা পারভীন, উপপরিচালক (স্থানীয় সংগ্রহ) মিস রত্না তালুকদার, উপপরিচালক (উপকরণ ও সরবরাহ) জনাব মো: লুৎফর রহমানসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

গত ২০ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে রাজধানীর বাসাবো স্যাটেলাইট ক্লিনিকে স্থায়ী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির বিশেষ ক্যাম্প পরিদর্শন করেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মো: নূর হোসেন তালুকদার

মো: জামাল হোসাইন

জনাব মো: জামাল হোসাইন (যুগ্মসচিব)-এর পরিচালক (আইইএম) হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্বভার গ্রহণ

জনাব মো: জামাল হোসাইন যুগ্ম সচিব স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ খ্রি: তারিখে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের পরিচালক (আইইএম) হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন।

তিনি বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের '৮৬ ব্যাচের একজন কর্মকর্তা। তিনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। আইইএম ইউনিটে যোগদানের আগে তিনি প্রশাসন ইউনিটে পরিচালক প্রশাসন হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

তিনি ঠাকুরগাঁও জেলায় সহকারী কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণের মধ্য দিয়ে সরকারি চাকরিতে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। এরপর পঞ্চগড় সদর ও গাইবান্ধার পলাশবাড়ীতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কুমিল্লা জেলায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা), অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, কুমিল্লা জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও সর্বশেষ কুমিল্লা জেলার জেলা প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করেন।

কর্মসূত্রে তিনি বিভিন্ন সময় থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ইতালি, স্পেন, কাতার, নিউ ইয়র্ক, চীনসহ বিভিন্ন দেশে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

তিনি ১৯৫৭ সালে টাঙ্গাইল জেলার বাশাইল উপজেলার ঝনঝনিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মৃত আব্দুছ ছাত্তার ও মাতার নাম নুরজাহান খানম। তিনি ১৯৭৯ সালে অর্থনীতি বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে এমএসএস ডিগ্রি অর্জন করেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিবাহিত ও একমাত্র কন্যা সন্তানের জনক। তাঁর কন্যা ইফ্‌ফাত আরা জেসমিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সম্মান চতুর্থ বর্ষের ছাত্রী। তাঁর সহধর্মিণী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এমএসএস ডিগ্রি লাভ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি গৃহিণী।

ডা: মোহাম্মদ ফজলুল হক

ডা: মোহাম্মদ ফজলুল হক যুগ্মসচিব, পরিচালক (প্রশাসন) হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ

ডা: মোহাম্মদ ফজলুল হক গত ৩০ মার্চ ২০১৫ তারিখে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের প্রশাসন ইউনিটে পরিচালক (প্রশাসন) হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একজন যুগ্মসচিব। বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তা। তিনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। প্রশাসন ইউনিটে যোগদানের আগে তিনি এ অধিদপ্তরের পরিচালক (পরিকল্পনা) হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে যোগদানের পূর্বে তিনি পরিচালক (যুগ্মসচিব) হিসেবে বোর্ড অব ইনভেস্টমেন্ট, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়; উপসচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়; অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা জজ কোর্ট শরীয়তপুর; অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, নোয়াখালী; জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, নোয়াখালী; চার্জ অফিসার, কুমিল্লা; Cognizance taking Magistrate 1st Class সুনামগঞ্জ ও মৌলভীবাজার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গঙ্গাচড়া ও পীরগাছা, রংপুর; সিনিয়র সহকারী সচিব, ERD, Ministry of Finance; মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, ঢাকা; হিসেবে সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদ অলঙ্কৃত করেন।

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসএস (অনার্স) এমএসএস (অর্থনীতি), এলএলবি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অনুমতিপ্রাপ্ত DHMS ডিগ্রিধারী একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। Metabolic disorder related or chronic diseases Like Gout, Arthritis, Rheumatism, Asthma, Piles, Fistula-in-ano, Tonsillitis, Pneumonia, Heart diseases specially drop bit, Tumor, (Benin or malignarnt), all types of allergy (cold, dust and seasonal), Psoriasis, Skin Dermatitis, Cancer and the diseases which are inherit যা অ্যালোপ্যাথিক দক্ষ, বিজ্ঞ ও দেশ বরণ্য অভিজ্ঞ চিকিৎসক কর্তৃক আরোগ্য করা সম্ভব নয় মর্মে প্রত্যাগত রোগীদের সফলতার সঙ্গে চিকিৎসা দিয়ে থাকেন।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহান নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তদীয় সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ় প্রত্যয় সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে সরকারি ছুটির দিনে মানবসেবায় নিয়োজিত থাকার চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

ডাঃ হক একজন নিবেদিত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক, গবেষক ও লেখক। তাঁর গবেষণাধর্মী প্রকাশিত পুস্তকাবলীর মধ্যে–

1. Balance diet for good health based on Age & diseases,
2. Diabetes Guidelines and its treatment,
3. Gout and Heart diseases,
4. Chronic Diseases and its treatment,
5. Fundamental difference between Homeopathic and Allopathic Treatment,
6. Easy way to get Motor driving license and Registration

এছাড়া, বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক, মাসিক ও সাময়িকীতে চিকিৎসা বিষয়ক তাঁর অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। আরো অনেক গ্রন্থ প্রকাশের অপেক্ষায় আছে।

বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী প্রফেসর S W Hawkings, Sciences D.A. M.T.P. Wilberforce Road, Cambridge CBB OWA England Paralysis & Unconsciousness রোগটি আরোগ্য হওয়ার সম্ভাবনায় তাঁকে পত্র প্রদান করেন এবং জবাবও প্রাপ্ত হন।

কর্মসূত্রে তিনি সরকারি নির্দেশে মালয়েশিয়া,সিঙ্গাপুর, ইন্ডিয়া, ভুটান, ব্যাংকক, মায়ানমারসহ বিভিন্ন দেশে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। পরিচালক প্রশাসন হিসেবে যোগদান করে তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

মোঃ আব্দুস সালাম সরকার

জনাব মোঃ আব্দুস সালাম সরকার যুগ্মসচিব (পরিচিতি নং-৪৭৮০) পরিচালক (উপকরণ ও সরবরাহ) হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ

জনাব মোঃ আব্দুস সালাম সরকার গত ৩০.১২.২০১৪ তারিখে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের উপকরণ ও সরবরাহ ইউনিটে পরিচালক (উপকরণ ও সরবরাহ) এবং লাইন ডাইরেক্টর (সংগ্রহ, ভাণ্ডার ও সরবরাহ ব্যবস্থাপনা) হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন।

তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একজন যুগ্মসচিব। বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ৭ম ব্যাচের একজন কর্মকর্তা। অধিদপ্তরের যোগদানের পূর্বে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

বাগেরহাট জেলায় সহকারী কমিশনার এবং ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণের মধ্য দিয়ে তিনি সরকারি চাকরিতে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। এরপর নওগাঁ জেলার আত্রাই ও পোরশা উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর রংপুর জেলায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ও অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর প্রকল্প পরিচালক, এনজিও ব্যুরোর পরিচালক, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের পরিচালক, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের উপসচিব ও যুগ্মসচিব হিসেবে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেন।

কর্মসূত্রে তিনি বিভিন্ন সময় থাইল্যান্ডের ব্যাংককে ১৪ দিনের জন্য Reproductive Health-এর উপর প্রশিক্ষণ, সিঙ্গাপুরের Civil Service কলেজে MATT-এর উপর প্রশিক্ষণ, ভিয়েতনামে ACAD-এর উপর প্রশিক্ষণ, ভারত ও নেপালে এনজিওদের কার্যক্রম সম্পর্কে বিভিন্ন কর্মশালাসহ বিভিন্ন দেশে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

তিনি ১৯৮৫ সালে মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিবাহিত এবং দুই সন্তানের জনক।

মোঃ আব্দুল মান্নান ইলিয়াস

জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান ইলিয়াসের পরিচালক (এমআইএস) হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ

জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান ইলিয়াস গত ২৯ মার্চ ২০১৫ তারিখে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের এমআইএস ইউনিটের পরিচালক হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন।

তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একজন যুগ্ম সচিব। বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের '৮৬ ব্যাচের একজন কর্মকর্তা। এমআইএস ইউনিটে যোগদানের আগে তিনি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে যুগ্ম সচিব হিসেবে কর্মরত ছিলেন এবং বর্তমানেও কর্মরত আছেন।

নড়াইল জেলায় সহকারী কমিশনার এবং ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণের মধ্য দিয়ে তিনি বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের সদস্য হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। এরপর খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলায় এবং চাঁদপুরের মতলব উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার, লক্ষ্মীপুর জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), মহাব্যবস্থাপক বিএফআইডিসি, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, উপসচিব- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, উপসচিব- আইআরডি, অর্থ মন্ত্রণালয়, যুগ্ম সচিব- আইআরডি, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং যুগ্ম সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেন।

বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের পূর্বে বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের সদস্য হিসেবে দুই বছর নারায়ণগঞ্জ তোলারাম সরকারি কলেজে প্রভাষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা জীবন শেষে প্রথমেই ঢাকার ফার্মগেটের সোনালী ব্যাংকে দুই বছর দায়িত্ব পালন করেছেন।

কর্মসূত্রে তিনি বিভিন্ন সময় সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, চীন, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, সুইজারল্যান্ড, ইটালি, ফ্রান্স, স্পেন, জার্মানি এবং ভারতসহ বিভিন্ন দেশে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

তিনি ১৯৬২ সালে কুমিল্লা জেলার দেবিদ্বার উপজেলায় এলাহাবাদ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম মরহুম মোঃ সুজাত আলী ও মায়ের নাম মরহুমা মোমেনা খাতুন।

তিনি ১৯৮৩ সালে ব্যবস্থাপনা বিষয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন এবং ২০১০ সালে নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ থেকে এমবিএ (HRM) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিবাহিত এবং চার সন্তানের জনক। স্ত্রী রাকিবা রহমান দিপা ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজে শিক্ষিকা হিসেবে কর্মরত।

আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অতিথিসহ প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

আইইএম ইউনিটের উদ্যোগে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত

ভোলা (চরফ্যাশন) : আইইএম ইউনিটের উদ্যোগে ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলার সম্মেলন কক্ষে গত ৭ থেকে ১০ মার্চ ২০১৫ চার দিনব্যাপী সেবাদানকারীদের দক্ষতা উন্নয়নে আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করেন বরিশাল বিভাগীয় পরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা) জনাব মো: রবিউল হক। রিসোর্স পারসন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভোলা জেলার উপপরিচালক জনাব মাহমুদুল হক আজাদ, ডা: সিদ্দিকুর রহমান (এমওএমসিএইচ-এফপি) এবং আইইএম ইউনিটের মনিটরিং কর্মকর্তা বেগম শিখা দাস চৌধুরী।

প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দের একাংশ গ্রুপ অনুযায়ী কাজ করছেন

অংশগ্রহণকারী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপসহকারী মেডিক্যাল অফিসার ২ জন, পরিবার কল্যাণ পরিদর্শক ১০ জন, পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা ৭ জন, পরিবার কল্যাণ সহকারী ৩১ জনসহ মোট ৫০ জন। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালাটি প্রতিদিন সকাল ১০টায় শুরু হয়ে বিকেল ৫টায় সমাপ্ত হয়।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে আইইএম ইউনিটের মিডিয়া প্রোডাকশন ম্যানেজার জনাব মো: মনিরুজ্জামান ও আশাশুনি উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা জনাব মো: জাহাঙ্গীর আলম উপস্থিত ছিলেন

সাতক্ষীরা (আশাশুনি) : সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি উপজেলার সম্মেলন কক্ষে গত ১১ থেকে ১২ মার্চ ২০১৫ দুই দিনব্যাপী সেবাদানকারীদের দক্ষতা উন্নয়নে আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে রিসোর্স পার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আইইএম ইউনিটের মিডিয়া প্রোডাকশন ম্যানেজার জনাব মো: মনিরুজ্জামান, আশাশুনি উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা জনাব মো: জাহাঙ্গীর আলম ও মেডিক্যাল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি) ডা: অরুন কুমার ব্যানার্জি। অংশগ্রহণকারী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপসহকারী মেডিক্যাল অফিসার, পরিবার কল্যাণ পরিদর্শক, পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা, পরিবার কল্যাণ সহকারীসহ মোট ৫০ জন।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে বক্তব্য রাখছেন উপপরিচালক, কক্সবাজার ডা: দীপক তালুকদার

কক্সবাজার (চকরিয়া) : কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলার সম্মেলন কক্ষে উপজেলা পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের মাঠকর্মীদের নিয়ে আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম ব্যাচের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয় ১৩ ও ১৪ মার্চ। এই ব্যাচে ২ জন উপসহকারী কমিউনিটি মেডিক্যাল অফিসার, ২ জন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা, ৩ জন পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক ও ১৮ জন পরিবার কল্যাণ সহকারী উপস্থিত ছিলেন। উপপরিচালক, কক্সবাজার ডা: দীপক তালুকদার এই ব্যাচের সমাপনী অধিবেশনে উপস্থিত থেকে কর্মশালা সমাপ্ত করেন। দ্বিতীয় ব্যাচের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয় ১৫ ও ১৬ মার্চ । এ ব্যাচে ২ জন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা, ৩ জন পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক ও ২০ জন পরিবার কল্যাণ সহকারী উপস্থিত ছিলেন। উপপরিচালক, কক্সবাজার ডা: দীপক তালুকদার এই ব্যাচের উদ্বোধনী অধিবেশনে উপস্থিত থেকে কর্মশালা উদ্বোধন করেন। কর্মশালা দুটিতে আরো উপস্থিত ছিলেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আইইএম ইউনিটের এডিটর কাম ট্রান্সলেটর জনাব স্বপন কুমার শর্মা, চকরিয়া উপজেলার পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা জনাব চৌধুরী মোর্শেদ আলম ও সহকারী পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা জনাব প্রভংকর বড়ুয়া।

শোক সংবাদ

বাসন্তী রানী গোস্বামী

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের রংপুর জেলার কাউনিয়া উপজেলার পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের সহকারী পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (এমসিএইচ-এফপি) বাসন্তী রানী গোস্বামী গত ৯ মার্চ ২০১৫ খ্রি: বেলা ৩টায় রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুতে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে আমরা গভীর সমবেদনা ও আত্মার পরম শান্তি কামনা করছি।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি ও নীলফামারী জেলা

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে জনবহুল দেশ চীন যার লোকসংখ্যা ১৩৪ কোটি ৯৫ লক্ষ ৮৫ হাজার ৮৩৮ জন। এর ঠিক পরের অবস্থানে আছে দক্ষিণ এশিয়ায় আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত। ভারতের বর্তমান লোকসংখ্যা ১২২ কোটি ৮ লক্ষ ৩৫৯ জন। বিশ্বের অন্যান্য শীর্ষ ১০টি জনবহুল দেশের তালিকায় স্থান পেয়েছে যথাক্রমে যুক্তরাষ্ট্র, ইন্দোনেশিয়া, ব্রাজিল, পাকিস্তান, নাইজেরিয়া, বাংলাদেশ, রাশিয়া এবং জাপান। উল্লেখ্য যে, ২০১২ সালে জনসংখ্যার দিক দিয়ে বিশ্বে রাশিয়ার অবস্থান ছিল ৮ম। বর্তমানে এক্ষেত্রে বাংলাদেশ রাশিয়ার অবস্থান গ্রহণ করেছে এবং রাশিয়া বাংলাদেশের অবস্থান গ্রহণ করেছে যদিও রাশিয়া বাংলাদেশের চেয়ে আয়তনে অন্তত ১১৫ গুণ বড়।

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি উন্নয়নশীল দেশ। এ দেশের আয়তন ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫৭০ বর্গ কিলোমিটার বা ৫৬৯৭৭ বর্গ মাইল যা আয়তনে পৃথিবীর মধ্যে ৯৫তম। বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা আদমশুমারী ও গৃহ গণনা রিপোর্ট-২০১১ অনুযায়ী ১৫ কোটি ২৫ লক্ষ ১০ হাজার, যা জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলাদেশকে ৮ম স্থান এনে দিয়েছে। বাংলাদেশের এই বিপুল জনগোষ্ঠী দেশের অগ্রগতির ধারায় একটি উদ্বেগজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। জনসংখ্যার ঘনত্ব বর্তমানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১০৩৩ জন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭% যা এখনও উদ্বেগজনক পর্যায়ে রয়েছে। বর্তমানে মোট জনউর্বরতার হার ২.৩। যদি জনউর্বরতার এই হার ২০১৫ সালের মধ্যে কমিয়ে প্রতিস্থাপনযোগ্য জনউর্বরতার পর্যায়ে নিয়ে আসা যায় তাহলেও আগামী ৪০ বছরের মধ্যে দেশের জনসংখ্যা বর্তমানের চেয়ে ৬ কোটি বৃদ্ধি পাবে। এভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি অব্যাহত থাকলে দেশের জনসংখ্যা স্থিতাবস্থায় আসতে ২০৫০ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে এবং তখন বাংলাদেশের জনসংখ্যা হবে ২৩ কোটি।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার পূর্বের তুলনায় অনেক কমেছে। তথাপি জনসংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান হার এখনও উদ্বেগজনক। বর্তমানে যে ভূখণ্ডটি বাংলাদেশ নামে পরিচিত সেখানে ১৮৫০ সালে লোকসংখ্যা ছিল মাত্র ২ কোটি ৩ লক্ষ, যা ১০০ বছরের কিছু সময়ের ব্যবধানে ৭ কোটি ৬৪ লক্ষে উন্নীত হয়েছিল। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল ১০ কোটি ৮০ লক্ষ এবং এর ঠিক বিশ বছর পর অর্থাৎ, ২০০১ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা হয় ১২ কোটি ৯২ লক্ষ। পরবর্তী ১০ বছরের ব্যবধানে জনসংখ্যা ১৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের শীর্ষ জনবহুল দেশের তালিকায় ৮ম স্থানে রয়েছে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি বড় অংশীদার হচ্ছে এ দেশের তরুণ সমাজ। তারা দেশের শ্রম শক্তির মূল যোগানদাতা। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনে দেখা যায়, ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে ৪ লক্ষ ৩২ হাজার ৬৯ জন শ্রমিক বিদেশে গিয়েছে এবং তারা ঈর্ষণীয়ভাবে ওই অর্থবছরের সমগ্র বৈদেশিক সাহায্যের ৭ গুণেরও বেশি অর্থাৎ, ১৪,৪৬১.১৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থ দেশে পাঠিয়েছে এবং জিডিপিতে এর অবদান ১১.১০%। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৩১%ই হলো কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-তরুণী, যারা বাংলাদেশের জন্য একটি বিশাল জনমিতিক সম্ভাবনার (Demographic Window of Opportunity) সৃষ্টি করেছে। যদি এ সম্ভাবনাময় তরুণ সমাজের জন্য সঠিক উন্নয়ন কৌশল, কর্ম-পরিকল্পনা ও নীতিমালা প্রণয়ন করা যায় এবং তাদের উপযোগী কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা যায়, তবেই এই জনমিতিক সুযোগ বা বোনাসকে কাজে লাগিয়ে আমরা আমাদের আর্থ-সামাজিক ও কাঠামোগত উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে পারব যেমনটি হয়েছে এশিয়ান টাইগার খ্যাত হংকং, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া এবং তাইওয়ানে।

বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের একটি স্বল্পোন্নত জেলা নীলফামারীর আয়তন ১৮২১.৭০ বর্গ কিলোমিটার, যা ৬১টি ইউনিয়ন, ৪টি পৌরসভা ও ৬টি উপজেলার সমন্বয়ে গঠিত যার বর্তমান জনসংখ্যা ১৮ লক্ষ ৩৪ হাজার (তথ্য : বিপিএন্ডএইচসি-২০১১)। এই বিপুল জনগোষ্ঠীকে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা দিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে কাজ করে যাচ্ছে ১টি আধুনিক সদর হাসপাতাল, ৫টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ২টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, ২৪টি মান উন্নীত ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, ৫২টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং ১৭৪টি কমিউনিটি ক্লিনিক। অত্র জেলায় স্থূল জন্মহার (প্রতি হাজারে) ১৩.৬৪ জন, স্থূল মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে) ২.০০ জন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.১% (তথ্য : নীলফামারী জেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস, জুন-২০১৩)। মোট সক্ষম দম্পতির সংখ্যা ৪,০৩,৭৯০ জন, মোট পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যা ৩,৩০,৩২৮ জন এবং পদ্ধতি গ্রহণকারীর হার (সিএআর) ৮১.৮০% (তথ্য : নীলফামারী জেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস, অক্টোবর-২০১৪)। এই জেলায় মোট ১৭টি আবাসন প্রকল্প রয়েছে যেখানে পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের মাঠ পর্যায়ের কর্মীরা নিয়মিত স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। উক্ত জেলার জেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিসের কর্ণধার জনাব আফরোজা বেগমের নিবিড় মনিটরিং ও সুপারভিশন এবং পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের যোগ্য সহায়তার কারণে উক্ত আবাসন প্রকল্পগুলোতে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবার মান উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে পৌঁছেছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-২০১৫ এর লক্ষ্য ০৪ (শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস) এবং লক্ষ্য ০৫ (মাতৃ স্বাস্থ্যের উন্নয়ন) পূরণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে জেলা প্রশাসনের সার্বিক সহায়তায় জেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে।

নীলফামারী জেলায় অবস্থিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনকৃত চিড়াভিজা গোলনা নামক গুচ্ছ গ্রামের মুন্নি বেগম, স্বামী : আলমগীর হোসেন (দম্পতি নং-১৯) এর জীবন ও তার ফুটফুটে শিশুর জীবন রক্ষা পেয়েছে নীলফামারী জেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিসের উপ-পরিচালক জনাব আফরোজা বেগমের সার্বিক সহায়তা এবং সংশ্লিষ্ট পরিবার পরিকল্পনা সহকারী ও পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শকের ঐকান্তিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে। এভাবে নীলফামারী জেলার পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের কর্মীরা প্রতিটি ক্ষেত্রে সেবাদান করে যাচ্ছেন, যার প্রভাব পড়েছে উক্ত জেলার জনগণের উপর। সেখানে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে, বেড়েছে জীবনযাত্রার মান, মঙ্গার স্থান হয়েছে এখন যাদুঘরে।

প্রবীর কুমার সেন
পপুলেশন কমিউনিকেশন অফিসার
আইইএম ইউনিট, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর।

আইইএম ইউনিট, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ৬ কাওরান বাজার, ঢাকা থেকে সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
স্বা.প.ক.ম./এপ্রিল ২০১৫/পপঅ/আইইএম প্রেস/নি-১২৭০০, MOHFW/April 2015/DFP/IEM Press/N-12700